দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ৩:৭:৮৫ ... ...
পৃষ্ঠা... ..৫... [illegible] ১... ...

বিশেষজ্ঞের অজ্ঞতা

বিশেষজ্ঞ হলেই যেকোন বিষয়ে শেষ কথাটি জেনে ফেলা যায় এমন নয়। বিশেষজ্ঞরা অনেক কথা জানেন না। আবার অনেক সময় ভুলও জানেন। অন্তত ভুল যে বলেন তারা তার প্রমাণ আছে। পশ্চিমে সম্প্রতি 'দি এক্সপার্টস স্পীক' নামে একটি বই প্রকাশিত হয়েছে। বইটি এমনি কিছু বিশেষজ্ঞ-ভুলেরই সংকলন।

এই শতাব্দীর শুরুতে জার্মান ভয়োলিন বিশেষজ্ঞ লুই স্পেহর বিটোফেনের পঞ্চম সিম্ফনীকে 'অশ্লীল হুল্লোড়' বলে নাকচ করে দিয়েছিলেন আর তার নবম সিম্ফনীকে বলেছিলেন কদর্য, রুচিপূর্ণ এবং সস্তা। বৃটিশ লেখক এইচ জে ওয়েলস প্রথম মহাযুদ্ধকে শেষ যুদ্ধ বলেছিলেন। সাবেক বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড লয়েড এবং ভারতের মহাত্মা গান্ধী হিটলারের প্রশংসা করেছিলেন। একজন ভেবেছিলেন হিটলার কখনো যুদ্ধ করবেন না। অন্যজন ভেবেছিলেন হিটলার গণহত্যা এড়াবেন।

এমনি ভূরি ভূরি ভুল কথা বিশেষজ্ঞরা বলে গেছেন। কিন্তু এমন বিখ্যাত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা যে ভুল মন্তব্য করেন সে কি আমাদের জন্যে সান্তনার বিষয় নাকি আশংকার ?. বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন তো আছেই। সাধারণ মানুষ সব বিষয় বোঝে না। নিজেদের মতামতের ওপর পুরোপুরি আস্থা স্থাপন করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সব যুগেই জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিরা এ ব্যাপারে পথ প্রদর্শকের ভূমিকা নিয়ে থাকেন।

তবে পথ প্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে দু এক সময় বিশেষজ্ঞরা নিজেদের মতামত সাধারণের ওপর চাপিয়ে দেবারও একটা চেষ্টা নিতে পারেন বইকি; তারা কাউকে মাথায় তুলতে পারেন আবার কাউকে ধুলায় লুটতেও পারেন। তাদের খেয়ালখুশীর সমালোচনায় অনেক প্রতিভার বিকাশ বাধাগ্রস্ত হতে পারে ঠিকই। এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞরা এবার যদি একটু সাবধান হন তবে মন্দ হয় না।

তবে বিশেষজ্ঞদের বিচারে এখন যারা বাতিল হয়ে আছেন এই ভুল সংকলনের বই তাদের কিছুটা নিশ্চয়ই সান্তনা দেবে। বিশেষজ্ঞদের রায়ই যে শেষ কথা নয় একথা অনেকের মনে সান্তনা ও উৎসাহ যোগাবে।

উল্কা এক্সপ্রেসে
চেয়ার কার

চেয়ার কারের জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করে যাত্রীদের সুবিধার জন্য উল্কা এক্সপ্রেসেও চেয়ার কার দেওয়া হয়েছে।

উল্কা এক্সপ্রেসের সময়সূচী

ঢাকা ছাড়ে	———	সকাল ৬-৩০ মিঃ
চট্টগ্রাম পৌঁছে	———	দুপুর ১২-৪০ মিঃ
চট্টগ্রাম ছাড়ে	———	সকাল ৭-০০ মিঃ
ঢাকা পৌঁছে	———	দুপুর ১৩-১০ মিঃ

বাংলাদেশ রেলওয়ে যাত্রীদের দ্রুততর এবং আরামদায়ক যাত্রা নিশ্চিত করতে সদা সচেষ্ট।

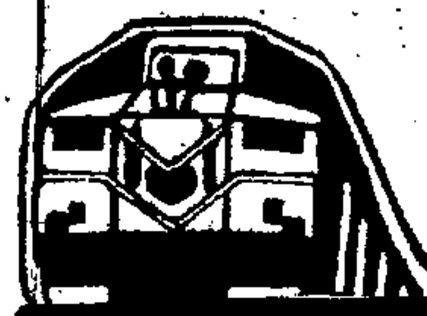

বাংলাদেশ রেলওয়ে